Spider Man এবং একটি বাড়ির স্বপ্ন

GTA-র (Greater Toronto Area) অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুতল এপার্টমেন্ট কমপেক্স। আমরা থাকি স্কারবরো-তে, একটি বাইশতলা দালানে। সব মিলিয়ে দুইশ'টির উপরে ভাড়াযোগ্য এপার্টমেন্ট। শুনেছি অনেকেই নাকি দুই-তিন পরিবার জোট পাকিয়ে এক এপার্টমেন্টে থাকে। গুজরাটি এবং শ্রীলংকানদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে প্রকট - শুনেছি। যদিও একবার এক শ্রীলংকান মুভার আমাকে বলেছিলো সে এক চীনা পরিবারের মাল-সামান তাদের এপার্টমেন্ট থেকে সদ্যকৃত বাড়ীতে মুভ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে একটি দুই বেড রুমের এপার্টমেন্টে মোট ছয়টি পরিবার বাস করছিলো। সব মিলিয়ে বাইশজন। দুই বেডরুমের একটি এপার্টমেন্টের ক্ষেত্র এক হাজার বর্গ ফুটের বেশী খুব একটা হয় না। কিন্তু শুনতে যতই অবিশ্বাস্য হোক, টরোন্টোতে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। আমার ব্যক্তিগতভাবে তাতে কোন সমস্যা নেই। তোমাদের বাসা, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা থাকো। কর্তৃপক্ষ যদি আপত্তি না করে, আমার কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ জেনেও চোখ বুঁজে রাখে। আজকাল সবাই কোমর বেঁধে বাড়ি কিনতে লেগে গেছে, এপার্টমেন্ট ব্যবসা আর আগের মত রমরমা নেই। প্রায়শই ভাড়াটে পেতে বিলম্ব হয়।

আমাদের সংসার ছোট। আমি, স্ত্রী শিলি আর চার ছুঁই ছুঁই পুত্র জাকি। দুই বেডরুমের একটি এপার্টমেন্ট নিয়ে বাইশ তলায় থাকি। শিলি তারপরও ঘন ঘন খিটমিট করে জায়গা নিয়ে। বুঝতে পারি নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সে। বছর দু'য়েক হয়ে গেলো এখানে। চলতে ফিরতে ঝামেলা। নানান জাতের মানুষের মধ্যে বসবাসের ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। এক এক

জন এক এক পদের। সিঁড়িতে, এলিভেটরে, করিডোরে গত রাতের বেঁচে যাওয়া পিজা থেকে শুর“ করে মাছ মাংসেরও স্থান হয়। শিলি হলফ করে বলে সে সিঁড়িতে মূত্রের গন্ধও পেয়েছে। উপর থেকে ময়লা ফেলার shute আছে। দেখা যায় সেটার সামনে করিডরে পর্বতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ময়লার স্ড়র জমতে থাকে। আর চিৎকার - চেঁচামেচিতো লেগেই আছে। রাত তিনটার সময় ঘুম ভেঙে যায় পার্কিং লটে বাজতে থাকা চড়া ইংরেজি অথবা হিন্দি বাদ্য ও সংগীতে। এক সময় গজলের ভক্ত ছিলাম, এখন শুনলে শরীর জ্বলে। নীচতলায় চব্বিশ ঘণ্টা হেড়ে গলায় গজলের মহড়া চলছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় এলিভেটর নিয়ে। এতোগুলি মানুষের জন্য মাত্র তিনটি এলিভেটর। তারমধ্যে একটি প্রায়ই নষ্ট থাকে। অন্য একটি 'সার্ভিস' এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ কেউ নতুন ভাড়াটে হয়ে এলে কিংবা চলে গেলে তাদের জিনিসপত্র সরানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা পর্যন্ড় দাঁড়িয়ে থেকেছি এলিভেটরের আশায়। সেই দিনগুলোতে জীবনের প্রতি সমস্ড় আগ্রহই হারিয়ে ফেলেছি। এপার্টমেন্টে ফিরে শিলির সাথে অকারণে কোমর বেঁধে ঝগড়া করার পর আবার জীবনের অর্থ নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে। দুইশ'টি এপার্টমেন্টে চারশ'টি পরিবার থাকার যে কোন কুফল নেই সেটা বোধহয় যথাযথ নয়। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করতে হলেই আমি মনে মনে গাল ঝাড়তে থাকি। আমার ধারণা আমি নতুন কিছু গালিও তৈরী করেছি।

একদিন মাঝরাতে জাকি ঘুমিয়ে পড়বার পর আমরা মিয়া-বিবি জর“রী বৈঠকে মিলিত হলাম।

"আর কতদিন এভাবে?" শিলির কড়া প্রশ্ন।

কাঁধ ঝাঁকাই। "বাড়ি কিনবে? টাকা কোথায়?"

"এখনতো শুনেছি মাত্র ৩% দিয়ে বাড়ি কেনা যায়।"

"হ্যাঁ, তবে সুদ দিতে দিতে চুলে পাক ধরে যাবে।"

"তাহলে তো বাড়ি কিনতেই চুলে পাক ধরে যাবে।"

"টাকা বাঁচাও। সবতো আর একসাথে হয় না।"

ভুল হলো। "কি? আমি বেশী খরচ করি? অন্যের বউদের দেখেছো? আমি ভালো বলে বেশী বাড় বেড়েছে ....."

পরিস্থিতি যখন শান্ড় হলো ততক্ষনে রাত আরো গভীরতর হয়েছে। কিছু ঠান্ডা আলাপের পর স্থির হলো অর্থ সঞ্চয় ছাড়া গতি নেই। আর সঞ্চয়ের জন্য চাই খরচের হিসাব রাখা। আমি খাতা কলম বের করে মাস, বছর ইত্যাদির সমাবেশে তাৎক্ষনিকভাবে হিসেবের খাতা সৃষ্টি করলাম। নুন থেকে চিনি হোক, সব খরচ চলে আসবে এই খাতায়। খরচের লিস্টি দেখে সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে হবে। দুজনেই এই একটি ব্যাপারে একমত হলাম। শিলি ঘুমাতে যাবার আগে শাসিয়ে গেলো - "মাছ ধরার সব জিনিসপত্র যেন ঐ লিষ্টিতে উঠে।"

প্রথম সপ্তাহ ভালোই গেলো। সমস্যা এলো সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত কোণ থেকে। আমাদের গ্রোসারী আমরা 'ফুড বেসিক' থেকে করে থাকি। প্রতি সপ্তাহে একবার সেখানে হাজিরা দিতেই হয়। পুত্রের ফলমূলের প্রতি আসক্তি আছে। সে সাধারণত আপেল, কমলা, আঙ্গুর নেবার জন্যেই ব্যস্ড় হয়ে উঠে। আমাদের তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। এগুলো হচ্ছে তাবৎ ভিটামিনের আখড়া। খাওয়া ভালো। কিন্তু আমাদের এবারের অভিজ্ঞতা আচমকাই এক অভিনব দিকে মোড় নিলো।

ছেলে ও মা সকালে সিরিয়াল খায়। আমার নাস্ড়া করবার অভ্যেস নেই, ফলে কোন ঝুট ঝামেলা নেই। সিরিয়াল বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। দুজনে মিলে খুব সিরিয়াল বাছা হচ্ছে, লক্ষ্য করলাম। ভালো কথা। জাকির খাদ্যে আসক্তি অতি সামান্যই। যে কোন খাদ্যে সে আগ্রহ দেখালেই আমাদের হৃদয় তৃপ্ত

হয়। বিশেষ করে শিলির মুখে যে মধুর হাসি ফুটে ওঠে তার তুলনা হয় না। হঠাৎই লক্ষ্য করলাম দুজনার মধ্যে হালকা বচসা শুরু হয়েছে। কি ব্যাপার? জানা গেলো হররোজ তারা যে সিরিয়ালটি খায় সেটা আজ ছেলের পছন্দ নয়। সে নিতে চায় স্পাইডারম্যানের পোস্টার লাগানো অন্য একটি ব্রান্ড। অল্প কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম ব্যাপারটা। স্পাইডারম্যান এর অবিশ্বাস্য সাফল্যের সাথে সাথে বন্যার জলের মতো অসংখ্য প্রডাক্টে তার নানান ভঙ্গির ছবি চলে এসেছে। বড়দের কাছে এর আবেদন নিতান্ত কম হলেও শিশুদের কাছে যে কম নয় তার প্রমাণ তখনিই পেলাম। জাকি দুই হাতে সিরিয়ালের বাক্সটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে চিৎকার করছে – স্পাইডারম্যান নেবো। স্পাইডার ম্যান নেবো! জননী যুক্তি দিয়ে তার বোধোদয় করার মিথ্যে প্রয়াস পেলো।

শিলি ও আমি শ্রাগ করলাম। ছোট মানুষ। কি আর আসে যায়। পুত্রের মুখে হাসি ফুটলো। 'স্পাইডার ম্যান' এর জয় হলো। কে জানতো সেই বিজয়ের পতাকা এমন গভীর করে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে রোপিত হবে। শীঘ্রই টের পেলাম কি সমস্যা পাকিয়ে উঠছে।

পরের উইক এন্ডে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ একটি পরিবারের কাছ থেকে জন্মদিনের দাওয়াত এলো। তাদের চার বছরের ছেলে জনির জন্মদিন। মাঝে প্রায় মাসখানেক নানান কারণে তাদের বাসায় যাওয়া হয়নি। এতো অল্প সময়ে, এমন ভয়ানক পরিবর্তন আশা করিনি। জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই স্পাইডার ম্যান এর উগ্র উপস্থিতি।

মেঝেতে, সোফায় লুটোপুটি খাচ্ছে স্পাইডার ম্যানের নানান সাইজের পুত্তলিকা, সারি সারি দাঁড়ানো ছোট বড় স্পাইডার ম্যান গাড়ী, খেলনা, জামা কাপড়, মুভি, টুপি, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট ..... । জনির সাথে জাকির গলায় গলায়

ভাব। প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার হাতাহাতি করা ব্যতিরেকে তাদের গভীর বন্ধুত্বে কোন বিঘ্ন ঘটে না। জাকিকে ভয়ানক আগ্রহ নিয়ে জনির স্পাইডার ম্যান সামগ্রীগুলো পর্যবেক্ষণ করতে দেখে আমার গলা শুকিয়ে এলো। সঠিক ধারণা না থাকলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না - এইগুলির কোনটিই খুব সস্ড়া নয়। অর্থনৈতিকভাবে পিতামাতাদেরকে বিব্রত করতে না পারলে এমন চাকচিক্যময় সামগ্রী বাজারে নামিয়ে বিক্রেতাদের লাভ কোথায়? এই সরলমনা শিশুগুলিকে নিয়ে ব্যবসা? আমার মস্ড়িষ্কে উষ্ণতা অনুভব করি। পরবর্তি কয়েক ঘন্টায় জনি থেকে জাকির মধ্যে যে স্পাইডার ম্যান সংক্রান্ড় জ্ঞান প্রবাহিত হলো তার জের আমরা টের পেলাম দু'দিন বাদে।

শীত চলে আসছে। জাকির গত বছরের শীতের জ্যাকেটটা ছোট হয়ে গেছে। অফিস থেকে ফিরতে শিলি আমাকে এক রকম ধরে বেঁধেই শপিং মলে নিয়ে গেলো। প্রথম আধা ঘণ্টা সবকিছু নির্বিবাদে চললো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম চার-পাঁচ বছরের একটি চীনা বালক মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিকট শব্দে চিৎকার করছে। তার বাবা-মা অসহায় ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের মত আরো অনেকেই কৌতুহলী। দোকানের কর্মীরাও হন্ড়দন্ড় হয়ে ছুটে এলো। খুব শীঘ্রই রহস্য পরিষ্কার হলো। ছেলেটা বায়না ধরেছে স্পাইডার ম্যান টি-শার্ট কিনবে। তার বাবা-মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী ছেলেটির ইতিমধ্যেই তেমন টি-শার্ট আরো দু'টি রয়েছে। সে নতুন রং দেখলেই নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠে। বালকটির ভয়াবহ চিৎকার, চেঁচামেচিতে উপস্থিত দাদু-দিদিমাদের হৃদয় গলে গেলো। কয়েকজন চক্ষু লজ্জা ঝেড়ে ফেলে বলেই ফেললো - "দাও না কিনে বেচারাকে। কতই বা দাম?" আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম - পয়ত্রিশ ডলার। কতই বা দাম? দিদিমা, এতই যদি দরদ, দাও না কিনে। দোকানের কর্মী মেয়েগুলি বয়সে তর"ণ। তারা এতো চিৎকারে বেশ ঘাবড়ে গেলো। তারাও ছেলেটির অসহায় বাবা-মাকে হাসি মুখে চাপ দিতে লাগলো - নিয়ে নাও। বেচারী

এমন করে কাঁদছে। বেশীক্ষণ এমন করে কাঁদলে সিকিউরিটি চলে আসবে ..... ।

টি-শার্টটি কেনা হতেই ছেলেটির মুখে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠলো। দিদিমারা পর্যন্ড় তার পিঠে হাত বুলিয়ে সাবাশি দিয়ে গেলো। পিতা-মাতা সকলকে ফ্যাকাশে হাসি দিয়ে পুত্রের হাত ধরে টানতে টানতে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি বেশ বড়সড় করে মাত্র স্বস্ড়ির নিঃশ্বাসটা ফেলেছি হঠাৎ হাতে টান অনুভব করলাম।

জাকি - "বাবা?"

আমি খুক খুক করে কাশি - "বলো, বাবা।"

"ঐ টি-শার্ট আমিও চাই। জনিরও আছে দুইটা।"

শিলি চোখ পাকিয়ে কিছু বলার আগেই আমি ফিসফিসিয়ে উঠলাম - "আর ঝামেলা করে দরকার নেই।"

গাড়ীতে উঠে সেই টি-শার্ট পরে তবে পুত্রের মুখে হাসি ফুটলো।

গত সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে যেতে শুরু করেছে জাকি। ভেবেছিলাম স্কুলে গিয়ে কান্নাকাটি করবে। কিন্তু বাস্ড়বে তার উল্টোটাই হলো। আমি তার মাকে ক্ষেপানোর জন্য বলি -"তোমার সঙ্গ পেয়ে বেচারী এমন একঘেয়েমিতে ভুগছিলো যে স্কুলে গিয়ে ওর হাসি আর ধরে না।"

জননী আমাকে একটা কড়া দৃষ্টি হানে। - "হ্যাঁ, সারাদিন তো আর ওর সাথে কাটাও না। তিন ঘন্টার জন্য স্কুলে থাকে, আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগে।"

আমি গম্ভীর গলায় বলি - "একটাতেই এই অবস্থা। আমি তো আধা ডজনের পান করছিলাম।"

একটা কিল খেতে হয়। - "হ্যাঁ, সারাটা জীবন বাচ্চা-কাচ্চা পালি! মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে ঘরে বসে আছি। কানাডায় কাজ কর্ম পাওয়া এমন ঝামেলা কে জানতো। এখন আবার নতুন করে পড়তে হবে ---"

যাইহোক, জাকির স্কুল নিয়ে আমাদের মনের অহেতুক দুশ্চিন্ড়া চলে যাচ্ছিলো প্রায়। কিন্তু একদিন তাকে হাপুস নয়নে ক্লাশ থেকে বের হতে দেখে মায়ের মন কেঁপে উঠলো। বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ স্কুল। শিলি দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। ফিরতি পথে বিকট কান্নায় আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিলো পুত্রধন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রহস্য উন্মোচন হলো। তার ক্লাশের অন্য একটি ছেলের স্পাইডারম্যান ব্যাগ রয়েছে, তার নেই। কেন নেই? আমি বাসায় ফিরতেই এই ভয়াবহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। আমাকে উত্তর খুঁজতে দেখে তাৎক্ষণিক আব্দার এলো - "চলো বাবা, এখন কিনবো।"

আমি কাশি। - "এখন? এখন তো রাত হয়ে গেছে।"
"রাত হলে অসুবিধা নেই। দোকান খোলা থাকে।"

ছোট বলে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখার চেয়ে ভ্রান্ড়ি আর কিছু হতে পারে না। অনুনয় - বিনয়, অনুরোধ, ধমক-ধামক দিয়েও তাকে টলানো গেলো না। সে উল্টা ভয় দেখাতে লাগলো - "আমি চিতকার করবো।"

শেষ পর্যন্ড় আমরাই হাল ছাড়লাম। কয়েকটি দোকান খুঁজে স্পাইডার ম্যান স্কুল ব্যাগের সন্ধান পাওয়া গেলো। সেই ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলিয়ে সব কটি দাঁত উপস্থিত সবাইকে দেখিয়ে সগর্বে ফিরতি পথ ধরলো পুত্রবর। আরো কিছু টাকার শ্রাদ্ধ হলো।

মাসের শেষে, জাকি ঘুমিয়ে যাবার পর স্বামী-স্ত্রী হিসাবের খাতা খুলে বসলাম। অনেক কষ্ট করে প্রতিটি খরচ লিষ্টি করেছি। ঘন্টা খানেক ধরে বিভিন্ন ধরনের খরচকে গ্রুপ করবার চেষ্টা করলাম। বাসা ভাড়া - ১০৫০, গ্রোসারী ৪০৫, গাড়ীর ইন্সুরেন্স ও তেল-৩১০, ... । অধিকাংশই স্বাভাবিক খরচ। প্রতি মাসেই তাদের অবধারিত আগমন। কিন্তু আমাদের দুজনারই দৃষ্টি যেখানে আটকিয়ে গেলো সেটা আমরা কেউই চিন্ড্র করিনি। স্পাইডার ম্যান - ২২০। মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মাসিক সঞ্চয় যদি চার-পাঁচ'শ ডলার হয় তাহলে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে টরোন্টোতে। এমনিতে কানাডায় ট্যাক্সের চাপ বেশী, তারপরে রয়েছে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও অভাবনীয় খরচের লিষ্টি। তার মাঝে এই নতুন উপদ্রবটির উপস্থিতির তীব্রতা দেখে আমি ও শিলি পরস্পরকে গম্ভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করি। অনেক হিসেব কিতেব করে দেখা গেলো এই মাসে আমাদের সঞ্চয়ের খাতায় জমেছে ১৫৮ ডলার। শিলি বিরস মুখে বললো – "এই গতিতে চললে বাড়ি কিনতে আমাদের চোখে ছানি পড়বে।"

আমি তিক্ত কণ্ঠে বলি - "বাড়িতো পরে। এই স্পাইডারম্যানের কবল থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তাই বলো।"

সে শ্রাগ করলো। "স্পাইডারম্যান গেলে আরেক ম্যান আসবে। আমাদের ক'টা টাকার দিকে সবার চোখ। পালাবে কোথায়? "

আমি হিসেবের খাতা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলি। এতো হিসেব করে লাভ কি? আড়চোখে তাকাই অর্ধাঙ্গিনীর দিকে। কোন আপত্তি আসে না। আমি নিঃসাড়ে একটি স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেলি। স্পাইডার ম্যানের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হচ্ছি, কথাটি সত্যি, কিন্তু তাকে খানিকটা ধন্যবাদ না জানিয়েও পারি না। হিসেব লেখার চেয়ে বিরক্তিকর বস্তু পৃথিবীতে আর কিছু নেই!